আজকের কাগজ

তারিখ 29 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদকীয়

মন্ত্রী সুতের ম্যাট্রিক পরীক্ষা?

এস এস সি বা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাকে ব্রিটিশ আমলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বলা হত। দাউদকান্দিতে এক মন্ত্রীসুত বা পুত্রের ম্যাট্রিক পরীক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবারের দৈনিক 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থ হলে ঘটনাটিকে লোমহর্ষক আখ্যায়িত না করে উপায় থাকে না। প্রকাশিত ঐ সংবাদ অনুযায়ী চলতি এস এস সি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাউদকান্দি কেন্দ্রে জনৈক মন্ত্রীর (নাম কি?) ছেলের খাতা কেন্দ্রের বাইরে থেকে লিখে সরবরাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসন্তোষ, প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও এবং অবাধ নকল চলার অভিযোগের ভিত্তিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান গতকাল বোর্ডের সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত টিম দাউদকান্দিতে পাঠান। আমাদের জানা নেই ঐ তদন্ত টিম দাউদকান্দি কেন্দ্রে গিয়ে কি তদন্ত করলেন আর কি রিপোর্ট দিলেন মন্ত্রী পুত্রের অভিনব পরীক্ষার অভিযোগ সম্পর্কে। আমাদের দেশে সরকারি তদন্ত কমিটির ওপর মানুষের আস্থা কম কারণ অধিকাংশ সময়ই প্রকৃত ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বলে লোকের ধারণা। দাউদকান্দি কেন্দ্রে মন্ত্রী সুতের পরীক্ষা কেলেংকারি নিয়ে তেমনটি ঘটবে না।

'ভোরের কাগজ' পত্রিকার কুমিল্লা সংবাদদাতা কর্তৃক দাউদকান্দি থেকে প্রেরিত ঐ ঘটনার প্রকাশিত বিবরণী থেকে যা জানা যায় তা অবিশ্বাস্য, ক্ষমতাসীন দলের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর পুত্র এমন কাজ করতে পারে তা ধারণারও অতীত। সংবাদে প্রকাশ যে মন্ত্রীপুত্র খন্দকার মাহবুবুল হোসেন এবার চতুর্থবারের মতো (একবার না পারিলে দেখ শতবার?) দাউদকান্দি থানার সুন্দলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে দাউদকান্দি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে উক্ত ছাত্র ঢাকার কয়েকটি স্কুল থেকে তিন তিনবার এস এস সি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হয়। অভিযোগে প্রকাশ, দাউদকান্দি পাইলট হাই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সহযোগিতায় সকাল সাড়ে ৯ টার মধ্যে উক্ত পরীক্ষার্থীর প্রশ্নসহ প্রয়োজনীয় খাতা একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে খাতা লেখা শেষ করে দুপুর সাড়ে ১২ টার মধ্যে তা কেন্দ্রে অপেক্ষারত পরীক্ষার্থী খন্দকার মাহবুবুল হোসেনের নিকট পৌঁছে দিয়ে অন্য খাতাটি নিয়ে আসা হয়। পরীক্ষার তৃতীয় দিনে এ ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেলে কেন্দ্রের অন্যান্য পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা যায়। পরীক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তারা প্রধান শিক্ষকের অফিসও ঘেরাও করে। ঐ অভিযোগ সম্পর্কে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসন এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তারা নাকি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন।

একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী পুত্রকে চতুর্থবারের প্রয়াসে এস এস সি বা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ করানোর জন্যে যে সুনিপুণ প্রক্রিয়া দাউদকান্দি এস এস সি পরীক্ষা কেন্দ্রে চালু করা হয়েছিলো তার পেছনে যে ঐ প্রভাবশালী মন্ত্রী মহোদয়ের কোন অবদান নেই এমন কথা দেশের মানুষকে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। ঐ ঘটনার জন্যে হয়তো পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের 'স্কেপ গোট' বা 'বলির পাঁঠা' করা হবে কিন্তু ঐ ন্যাক্কারজনক কেলেংকারীর? প্রকৃত অপরাধী কে? আমাদের মতে পরীক্ষার্থীর চেয়েও তার ক্ষমতাধর পিতার ওপরেই ঐ ঘৃণিত কর্মের পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়। ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের সুযোগ্য মন্ত্রী মহোদয়গণ গণতন্ত্রের নামে একের পর এক বহু রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। মীরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে ভোট চুরি, কাগজ চুরি, সার চুরির সঙ্গে যুক্ত হল পরীক্ষা চুরির কেলেংকারী। পৃথিবীর অপর কোন সভ্য দেশ হলে এতক্ষণ পুত্রের কুকীর্তির কলংক ও দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে পিতা তার সমস্ত সরকারি দায়িত্বভার ছেড়ে দিতেন বা তাকে ছাড়তে বাধ্য করা হতো। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের গণতান্ত্রিক অভিধানে 'স্বেচ্ছায় পদত্যাগ' শব্দাবলী নেই কিন্তু 'পদচ্যুতি', 'বরখাস্ত,' 'অপসারণ,' 'অব্যাহতি' এই সব শব্দগুলোও কি তাদের অভিধানে নেই?

এক একটি পরীক্ষা কেলেংকারীর পেছনে কি ধরনের প্রভাবশালী মহল ক্রিয়াশীল থাকে দাউদকান্দির মন্ত্রী পুত্রের পরীক্ষা কেলেংকারীর ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া গেলো। যারা দিনে দুপুরে এমনভাবে পরীক্ষা ডাকাতি করতে পারে তাদের কাছে যে ভোট ডাকাতি, খাদ্য-শস্য ডাকাতি, কাগজ ডাকাতি, সার ডাকাতি নস্যি তা সহজেই বোঝা যায় কিন্তু প্রশ্ন আপোষহীন প্রধানমন্ত্রী তার একের পর এক সহকর্মীর একের পর এক কেলেংকারির রেকর্ড নিয়ে আর কতদিন আপোষহীনভাবে বসে থাকবেন?